দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 AUG 1992

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি

আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক মুসলমান এবং আমরা একটি মুসলিম শাসন অধিকার রাষ্ট্রে বাস করি। আজ দেশে ইসলামী শিক্ষা দেয় একমাত্র মাদ্রাসা। আর এই মাদ্রাসা ইসলামের একটি প্রতীক। আল্লাহ্‌র কোরআন ও রাসুল (সাঃ)-এর হাদীস এবং সঠিক পথে চলার বুঝার একমাত্র শিক্ষা কেন্দ্র মাদ্রাসা। কিন্তু বাস্তব দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় মাদ্রাসা শিক্ষাই আজ অবহেলার শিকার।

যে দেশে '৯২-৯৩ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটে বলা হয়েছে, যে সব থানায় কোন সরকারী কলেজ বা হাই স্কুল নেই, সেই সব থানায় ১টি করে কলেজ বা হাই স্কুল সরকারীকরণ করা হবে। তা অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু, প্রশ্ন হল মাদ্রাসা গেল

কোথায়? মাদ্রাসা বলতে কি কোন শিক্ষাঙ্গন নেই? মাদ্রাসা কি কোন অপরাধের শিকার? মাদ্রাসা কি কোন ষড়যন্ত্রের শিকার? না মাদ্রাসা অবহেলার শিকার?

গত ১৫ জুলাই বুধবার দৈনিক ইনকিলাবে দেখতে পেলাম যে, সংসদে প্রশ্ন উত্তর পর্বে মাওঃ সাত্তারের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "দেশে বর্তমানে সরকারী কলেজ এবং মাদ্রাসার সংখ্যা যথাক্রমে ২২৩টি এবং ৩টি।" তিনি আরও বলেন, "মাদ্রাসা জাতীয়করণের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নেই।" তা থেকে অনুমান করা যায় মাদ্রাসা আসলে কিসের শিকার?

দেশে ২২৩টি সরকারী কলেজ থাকা সত্ত্বেও আরও সরকারী করার প্রস্তাবনা আসে, কিন্তু মাদ্রাসা মাত্র তিনটি সরকারী আরও সরকারী করার প্রস্তাবনা আসে না কেন? তা সাধারণ ছাত্র সমাজ জানতে চায়। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সকলেই অবগত। কিন্তু এটা

কোন ধরনের গণতান্ত্রিক আচারণ? গণতান্ত্রিক পরিবেশে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বলতে চাই যে, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি প্রসার করার লক্ষ্যে সরকার অন্তত প্রতিটি জেলায় ১টি করে মাদ্রাসা সরকারীকরণ করবে এবং

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি করে সরকার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা করি এবং মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে এই প্রস্তাবটি সদয় বিবেচনা

করার জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদ ও সকল সংসদ সদস্য ও সদস্যাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

০—মোঃ ইমদাদউল্লাহ (এমদাদ),
এ কে এম নূরুল্লাহ।